"বাংলাদেশের অগ্রাধিকার" বিশিষ্ট পরিষদের রায়

ঢাকা, বাংলাদেশ
মে ১২, ২০১৬

প্রকল্পের প্রক্রিয়ার পটভূমি

"বাংলাদেশের অগ্রাধিকার: বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে কার্যকর সমাধানসমূহ" হল একটি গবেষণা ও প্রচারণা প্রকল্প, যা ব্যয়িত প্রতি টাকায় কীভাবে সবচেয়ে বেশি সামাজিক, পরিবেশগত এবং অর্থনৈতিক কল্যাণ অর্জন করা যায় তা প্রতিষ্ঠাকল্পে বিনিয়োগের ব্যাপারে বিশ্লেষণ ও উৎসাহ প্রদান করে। ব্র্যাক -এর গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের সহযোগিতায় প্রকল্পটি কোপেনহেগেন কনসেনসাস সেন্টার -দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

এখন পর্যন্ত, প্রকল্পটি হাজারো বাংলাদেশির সাথে যুক্ত হয়েছে, পাবলিক ডোমেইন এ ১ হাজার ১০০+ পৃষ্ঠার বেশি গভীরভাবে পর্যালোচিত, বাংলাদেশ ভিত্তিক গবেষণা প্রকাশ করার মাধ্যমে, এবং অগ্রাধিকারগুলো সম্পর্কে একটি জাতীয় আলোচনা দেশের সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্রগুলোর পাতায় এবং অনলাইনে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে।

"বাংলাদেশের অগ্রাধিকার" শুরু হয়েছিলো "২৬টি পটভূমির গবেষণা" -এর পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার মাধ্যমে যা পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) কর্তৃক প্রণীত ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০) জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিলো। বাংলাদেশের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ এবং বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার নেয়া হয়।

২০১৫ সালে, 'বাংলাদেশের অগ্রাধিকার' "২০টি আইডিয়াস রাউন্ডটেবিল" -এর আয়োজন করে যা সারা দেশের সরকার, এনজিও এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের একত্রিত করে বাংলাদেশ যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলোর কার্যকর সমাধান নিয়ে আলোচনা এবং কার্যকর সমাধানগুলো চিহ্নিত করতে, যা গ্রাম্য আদালত বিস্তৃত করা এবং একটি অপ্রধান ঋণপত্রের বাজার তৈরি করা থেকে শুরু করে গর্ভনিরোধকের সহজপ্রাপ্যতা প্রদান এবং শিশু ও কিশোরদের পুষ্টি ও পুষ্টি উপাদানের উপর বিনিয়োগ পর্যন্ত।

সর্বমোট ৪৫০ জন অংশগ্রহণকারী "আইডিয়াস রাউন্ডটেবিল" -এ অংশগ্রহন করে, যেটি ব্র্যাক -এর সাথে যৌথভাবে আয়োজিত হয়েছে। ১ হাজারেরও বেশি সম্ভাব্য পদক্ষেপ চিহ্নিত করা হয়েছিলো।

সকল বিভাগের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা অনলাইন জরিপের মাধ্যমে এবং নেতৃস্থানীয় বাংলাদেশি এবং উন্নয়ন সহযোগীদের একটি "রেফারেন্স গ্রুপ" কর্তৃক পুনঃপরীক্ষার মাধ্যমে পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য করা তালিকাটি ৭৬টিতে কমিয়ে আনা হয়।

এই ৭৬টি প্রস্তাবের ব্যয় এবং সুবিধা বিশ্লেষণ করতে বাংলাদেশের এবং আন্তর্জাতিক ৩০ জনেরও বেশি অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে পাওয়া গবেষণাপত্র কাজে লাগানো হয়।

বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে তুলনা করার জন্য, অনুমিতিগুলোকে মানদণ্ড হিসেবে নেয়া হয়েছিল। বিস্তৃত পরিসরে বিশেষজ্ঞ দৃষ্টিকোণগুলো তুলে ধরতে, গবেষণা প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রতিক্রিয়া এবং সম্মিলিত পর্যালোচনাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অর্থনীতিবিদদের একটি সমকক্ষ দল প্রতিক্রিয়ার জন্য রূপরেখা এবং খসড়া কাগজপত্র প্রকাশ করেছে, এবং "রিভিউ রাউন্ডটেবিল" পর্যালোচনায় এই খাতে বিশেষজ্ঞ এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তিদের সাথে পূর্বে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছে। এসবের উদ্দেশ্য ছিল, গবেষণাপত্র এবং তাদের ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণের উন্নতিকল্পে, এই খাতে বিশেষজ্ঞদের এবং সমকক্ষ অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে মতামত পাওয়া। সরকার, দাতাগোষ্ঠী, শিক্ষাবিদ এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠান থেকে আসা এই খাতে বিশেষজ্ঞগণ গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহন করেন।

প্রতিক্রিয়াটি চূড়ান্ত ব্যয়-সুবিধার কাগজপত্র এবং সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনাগুলোর সাথে সংযোজিত ছিল। সকল গবেষণাপত্রগুলো সার্বজনীনভাবে প্রাপ্তিসাধ্য।

বিশিষ্ট পরিষদের পাশাপাশি প্রকল্পটি, সর্বোত্তম সমাধান সম্পর্কে একটি বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করতে, সমাজের সর্বস্তরের বাংলাদেশিদের যুক্ত করছে - দেশের সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকায় বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় প্রকাশনা, বেতার এবং টিভি সাক্ষাৎকার, নীতি-নির্ধারকদের সাথে বৈঠক, এবং যুব সমাজ ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য আলোচনাচক্রের মাধ্যমে।

বিশিষ্ট পরিষদ

স্বনামধন্য অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একটি পরিষদ, এই বিষয়গুলো বিবেচনার জন্য মে' ২০১৬ তে ঢাকা, বাংলাদেশে একত্রিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হন। বিশিষ্ট পরিষদের সদস্যরা হলেন:

- **অধ্যাপক ফিন ই. কিডল্যান্ড,** ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, শান্তা বারবারা (নোবেল বিজয়ী)
- **সেলিমা আহমাদ,** প্রেসিডেন্ট এবং প্রতিষ্ঠাতা, বাংলাদেশ উইম্যান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
- **ডঃ কেএএস মুর্শিদ,** মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ
- **ডঃ মুশতাক চৌধুরী,** সহ সভাপতি, ব্র্যাক
-

পরিষদকে গবেষণাটি উদ্দেশ্য করে কিছু বলতে এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয়: *অতিরিক্ত সম্পদ প্রথম কোথায় ব্যয় করা উচিৎ?*

পরিষদটি ৭৬টি প্রস্তাব বিশদভাবে পরীক্ষা করে। প্রতিটি প্রস্তাব নিয়ে এর মূল উদ্ভাবকের সাথে আলোচনা করা হয়। পরিষদকে পর্যবেক্ষণের নথিপত্র এবং তাদের নিজস্ব সমালোচনামূলক মূল্যায়ন এবং অনুমিতি ও কর্মপদ্ধতির উপর আলোচনার মাধ্যমে অবহিত করা হয়।

বিশিষ্ট পরিষদ কর্তৃক করা অগ্রাধিকারের তালিকা

প্রস্তাবগুলোকে ক্রমান্বয়ে সাজাতে, বিশিষ্ট পরিষদ প্রধানত সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত ব্যয় এবং সুবিধার বিবেচনায় পরিচালিত হয়েছিলো।

বিশিষ্ট পরিষদ নীতিগত এবং ব্যবহারিক বিষয় উভয় ক্ষেত্রে জটিলতাগুলোকে স্বীকৃতি প্রদান করে যেগুলো ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণকে অবশ্যই কাটিয়ে উঠতে হবে, কিন্তু এই ব্যপারে একমত হন যে ব্যয়-সুবিধা পদক্ষেপ একটি অপরিহার্য সাংগঠনিক পদ্ধতি।

অগ্রাধিকার নির্ধারণে, বিশিষ্ট পরিষদ পর্যালোচনার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ব্যয়-সুবিধা মূল্যায়নের জোরালো এবং দুর্বল দিকগুলো বিবেচনায় নেয়, এবং সাফল্যের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পূর্বশর্ত এবং নৈতিক ও মানবিক গুরুত্বের দাবী, উভয় দিকেই জোড় দেয়।

বিশিষ্ট পরিষদের প্রত্যেক সদস্য প্রস্তাবগুলোর প্রতি তাদের নিজস্ব ক্রমবিন্যাস নির্ধারণ করেছেন। বিশিষ্ট পরিষদের ক্রমবিন্যাস প্রত্যেকটি আলাদা ক্রমবিন্যাসের মধ্যবর্তী অবস্থান ধরে নির্ণয় করা হয়। বিশেষজ্ঞ পরিষদ যৌথভাবে উপরে দেখানো মধ্যবর্তী অবস্থান অনুযায়ী ক্রম উপস্থাপন করে, যা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির একাত্মতা প্রমাণ করে।

কিছু প্রস্তাবের ক্ষেত্রে, পরিষদ দেখেছে তথ্যগুলো এতই অবিন্যস্ত ছিল যে তা থেকে একটি সিদ্ধান্তে আসা যায় না। এইসব প্রস্তাবগুলো, যার মধ্যে কিছু পরবর্তী গবেষনার পর মূল্যবান বলে প্রমাণিত হতে পারে, সেগুলোকে ক্রম নির্ধারণ থেকে বাদ দেয়া হয়।

পরিষদ বুঝতে পারে যে, বাংলাদেশের বেশ গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিনিয়োগকারী সমাধানগুলোর নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত ছিল এবং তা প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোর একটি বিস্তৃত অংশকে শামিল করেছে, কিন্তু এটাও স্বীকার করে যে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমাধান ছিল, যেগুলো মূল্যায়িত হয়নি এবং তদুপরি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হয়নি।

পরিষদ আরো লক্ষ্য করে যে সামাজিক এবং অন্যান্য সুবিধার পরিমাপ নির্ধারণের বিষয়টি অপরিহার্যভাবে অবহিত করা হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে প্রাপ্য তথ্যপ্রমাণের উপর ভিত্তি করে সীমাবদ্ধ করা হয়। ব্যয় এবং সুবিধার উপর বাংলাদেশ এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থান থেকে পাওয়া সকল তথ্যপ্রমাণ সমানভাবে জোরালো নয়। পরিষদ একটি সাধারন বিষয় ঠিক করে যে, সামাজিক এবং অন্যান্য পদক্ষেপের সুবিধা উত্তমরূপে করায়ত্তকরণে পরবর্তী এবং গভীর গবেষণা প্রয়োজন।

সমাধানগুলোর ব্যয় এবং সুবিধার উপর ভিত্তি করে, পরিষদটি প্রস্তাবগুলোর কাম্যতা অনুযায়ী নিম্ন ক্রমে বিন্যাস করেছে, যা নিম্নরূপ:

#	পদক্ষেপ	বিষয়বস্তু
১	**যক্ষ্মার চিকিৎসা**	স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা এবং এর প্রাপ্যতা
২	**পুরো সরকারি ব্যবস্থা জুড়ে ই – প্রকিউরমেন্ট**	ডিজিটাল বাংলাদেশ
৩	**পুষ্টি এবং পুষ্টি উপাদান, ১/২-৫ বছর বয়সীদের**	খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং কৃষি
৪	**ভূমির রেকর্ড ডিজিটালকরণ**	ভূমি প্রশাসন
৫	**ঢাকার জন্য বাসের অগ্রাধিকার**	অবকাঠামো (পরিবহন)
৬	**মেয়েশিশুদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি**	লিঙ্গ সমতা
৭	**গর্ভাবস্থায় আয়রন এবং ফলিক এসিড**	খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং কৃষি
৮	**ব্যাহত-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মনো-সামাজিক উদ্দীপনা**	শিক্ষা
৯	**শহুরে বস্তির শিশুদের টিকা দান**	স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা এবং এর প্রাপ্যতা
১০	**উচ্চরক্তচাপ -এর চিকিৎসা**	অসংক্রামক রোগ
১১	**ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার অভিবাসন পরিষেবা**	অভিবাসন
১২	**রেট্রফিট জাতীয় ইটের ভাটা, বাহ্যিক বায়ুদূষণ**	পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য
১৩	**ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে অন্যান্য সেবা**	ডিজিটাল বাংলাদেশ
১৪	**২০% নিকৃষ্টভাবে আক্রান্তদের জন্য আর্সেনিকের চিকিৎসা**	পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা
১৫	**স্বাস্থ্য কর্মীদের দ্বারা নবজাতকের ঘরোয়া যত্ন**	শিক্ষা
১৬	**ভ্যাট সংস্কার এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগ্রহ**	আর্থিক খাত ব্যবস্থাপনা এবং রাজস্ব একত্রীকরণ
১৭	**জন্মনিয়ন্ত্রক প্রাপ্যতা**	লিঙ্গ সমতা
১৮	**গোল্ডেন রাইস আর অ্যান্ড ডি**	খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং কৃষি
১৯	**গ্রাম্য আদালতের সম্প্রসারণ**	শাসনপ্রক্রিয়া এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ
২০	**তৈরি পোশাক কারখানার কমপ্লায়েন্স**	শিল্পনীতি এবং বানিজ্য
২১	**গর্ভাবস্থায় সুষম আমিষ শক্তি**	খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং কৃষি
২২	**ঢাকায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা**	পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য
২৩	**বহু ঔষধ ব্যবহার প্রতিরোধী যক্ষ্মার চিকিৎসা**	স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা এবং এর প্রাপ্যতা
২৪	**প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশুদের টিকা দান**	স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা এবং এর প্রাপ্যতা
২৫	**দক্ষ ধাত্রীর মাধ্যমে জন্মদান সুবিধা**	স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা এবং এর প্রাপ্যতা
২৬	**তামাকের উপর কর**	অসংক্রামক রোগ
২৭	**কেরোসিনের পরিবর্তে মিশ্রিত ডিজেল**	অবকাঠামো (জ্বালানি)
২৮	**আরো বেশি শক্তি উৎপাদন করতে কয়লা আমদানি**	অবকাঠামো (জ্বালানি)
২৯	**গর্ভাবস্থায় ক্যালসিয়াম**	খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং কৃষি
৩০	**তৈরি পোশাক পল্লীর বিশেষ অঞ্চল**	শিল্পনীতি এবং বানিজ্য

৩১	**গ্যাসিফায়ার চুলা**	পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য
৩২	**অতি দরিদ্রদের জন্য স্নাতক ডিগ্রী কর্মসূচী**	দারিদ্র্য, শিল্পউদ্যোগ এবং প্রবৃদ্ধি
৩৩	**অভিবাসীদের জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ**	অভিবাসন
৩৪	**ব্রডব্যান্ড -এর প্রসারণ**	ডিজিটাল বাংলাদেশ
৩৫	**ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসা**	ডিজিটাল বাংলাদেশ
৩৬	**বানিজ্য উদারীকরণ**	শিল্পনীতি এবং বানিজ্য
৩৭	**কেরোসিনের পরিবর্তে গৃহস্থালি সৌরবিদ্যুৎ**	অবকাঠামো (জ্বালানি)
৩৮	**সামর্থ্য অনুযায়ী দল এবং শিক্ষা**	শিক্ষা
৩৯	**পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা**	পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা
৪০	**জৈববস্তু থেকে তৈরি রান্নার চুলা, অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণ**	পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য
৪১	**হাত-ধোয়া প্রচারণা**	পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা
৪২	**ঢাকায় বর্ষার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা**	নগরায়ন
৪৩	**ঢাকার জন্য পরিবহন অবকাঠামো**	অবকাঠামো (পরিবহন)
৪৪	**আক্রান্ত সকলের জন্য আর্সেনিক চিকিৎসা**	পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা
৪৫	**কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি**	জলবায়ু পরিবর্তন
৪৬	**বুড়িগঙ্গা নদীর পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা**	পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য
৪৭	**পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা এবং আশ্রয়কেন্দ্র**	জলবায়ু পরিবর্তন
৪৮	**চাকুরিকালীন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ**	শিক্ষা
৪৯	**ধোঁয়াহীন তামাক বন্ধ করা**	অসংক্রামক রোগ
৫০	**ক্রমবর্ধমান শহরগুলোতে পুনর্বাসন**	জলবায়ু পরিবর্তন
৫১	**শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি**	শিক্ষা
৫২	**বাঁধযুক্ত নিচু জমি, ৩ মিটারের কম উচ্চতার বন্যায়**	জলবায়ু পরিবর্তন
৫৩	**পদ্মা সেতু**	অবকাঠামো (পরিবহন)
৫৪	**বানিজ্য সহজীকরণ**	শিল্পনীতি এবং বানিজ্য
৫৫	**বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন**	শিক্ষা
৫৬	**নতুন হাইব্রিড ইট ভাটা, বাহ্যিক বায়ুদূষণ**	পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য
৫৭	**সাময়িক অভিবাসন ভাতা**	অভিবাসন
৫৮	**জরায়ু মুখের ক্যান্সারের চিকিৎসা এবং টিকা**	অসংক্রামক রোগ
৫৯	**সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ রক্ষা**	জলবায়ু পরিবর্তন
৬০	**জীবিকা নির্বাহ কর্মসূচী**	দারিদ্র্য, শিল্পউদ্যোগ এবং প্রবৃদ্ধি
৬১	**সহজশর্তে ক্ষুদ্রঋণ**	দারিদ্র্য, শিল্পউদ্যোগ এবং প্রবৃদ্ধি
৬২	**প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণ**	দারিদ্র্য, শিল্পউদ্যোগ এবং প্রবৃদ্ধি
৬৩	**কারিগরি প্রশিক্ষন**	শিক্ষা
৬৪	**বাকৃবি -এর তথ্যসমূহ পাঠ্যবইয়ের মত করে সরবরাহ করা**	শিক্ষা
৬৫	**এলপিজি রান্নার চুলা, অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণ**	পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য
৬৬	**উত্তর-পূর্ব ভারতের দিকে অবাধ সড়ক**	অবকাঠামো (পরিবহন)
৬৭	**নিঃশর্তে নগদ অর্থ হস্তান্তর**	দারিদ্র্য, শিল্পউদ্যোগ এবং প্রবৃদ্ধি
৬৮	**ভুটান এবং নেপালের দিকে অবাধ সড়ক**	অবকাঠামো (পরিবহন)
৬৯	**আমদানি এবং অধিক শক্তির জন্য গার্হস্থ্য কয়লা**	অবকাঠামো (জ্বালানি)
৭০	**কম্পিউটারের সাহায্যে শিক্ষা**	শিক্ষা
৭১	**ঋণপত্রের বাজার**	পুঁজি এবং আর্থিক বাজার
৭২	**বাঁধযুক্ত নিচু জমি, ৩ মিটারের বেশি উচ্চতার বন্যায়**	জলবায়ু পরিবর্তন

বিশিষ্ট পরিষদ চারটি পদক্ষেপকে ক্রম নির্ধারন থেকে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়:

সনাতন ধাত্রীদের প্রশিক্ষণদানের সুবিধা অনিশ্চায়ক, এবং পরিষদটি এই ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলোনা যে বাংলাদেশের সুবিধার হিসাব নির্ধারণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক গবেষণাই প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ ছিলো।

উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ বিলম্ব করণের উপর উপস্থাপিত বিশ্লেষণে, সুবিধা কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য স্কুলে অতিরিক্ত কিছু বছর পাওয়ার উপর নির্ভর করে। এই বিনিয়োগে স্বাস্থ্যগত, পুষ্টিগত, সামাজিক এবং অন্যান্য সুবিধার মূল্যায়ন এখনো করা বাকি।

কিশোরীদের ক্ষমতায়নের জন্য নেয়া পদক্ষেপে উগান্ডায় ইতিবাচক পরিবার পরিকল্পনার প্রভাবের জোরালো প্রমাণ রয়েছে, তবে বাংলাদেশে একই রকম কার্যক্রমের অকার্যকর ফলাফল ছিল। কিন্তু এই কার্যক্রমের অন্যান্য সম্ভাব্য সুবিধাসমূহ এই বিশ্লেষণে আলোচনা করা হয়নি, এবং অসম্পূর্ণ তথ্য দেয়ায় পরিষদটি এই পদক্ষেপটিকে ক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে না রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

গবেষকরা বিশিষ্ট পরিষদকে জানায় যে, বিয়ের পরিণতির উপর যৌতুক এবং বাল্যবিবাহ আইনের কোন প্রভাব নেই। যেহেতু গবেষকগণ এবং পরিষদ উভয়পক্ষের সবাই এর পক্ষে ছিলেন, এবং এগুলোকে শিথিল করার কোন কারণ দেখতে পাননি, এটি **যৌতুক এবং বাল্যবিবাহ আইন জোরদারকরণকে** ক্রম নির্ধারণ থেকে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

এই সবগুলোই বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে পাওয়া গিয়েছে কিন্তু নির্দিষ্ট সমাধানগুলোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তাদের কার্যকারিতা বিচার করার জন্য যথেষ্ট তথ্য ছিলোনা।

প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং এর প্রাপ্যতা

এই বিষয়ের অধীনে, আটটি পদক্ষেপ বিবেচনায় নেয়া হয়। এই ধারনাগুলো মে ২০১৫ -তে বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের একটি গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা করা হয়, যেখানে আইসিডিডিআর, ডায়াবেটিক এসোসিয়েশান অফ বাংলাদেশ, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ডিএনইটি, দা ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলস, রেড/আরইডি ব্র্যাক, ইউআরবি, এবং সেন্টার ফর ইঞ্জুরি প্রিভেনশান অ্যান্ড রিসার্চ বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহন ছিলো।

লন্ডন স্কুল অফ হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিকাল মেডিসিনের স্বাস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের সিনিয়র লেকচারার
আনা ভ্যাসেল -এর করা গবেষণায় বর্ণিত দুইটি পদক্ষেপ যক্ষ্মার সাথে সম্পর্কিত। যক্ষ্মা প্রতি বছর ৮০ হাজার বাংলাদেশির মৃত্যু ঘটায়, যা সব মৃত্যুর প্রায় ৯ শতাংশের সমান। গবেষণায় বলা হয়েছে যে, একটি স্বল্প পরিমাণ - প্রতিজন রোগীর মানসম্মত ঔষধ এবং ফলো আপের পেছনে ৭ হাজার ৮৫০ টাকা খরচ করে যক্ষ্মার সংক্রমন প্রতিরোধ করা যায়, যা খরচের তুলনায় ২১ গুন বেশি সুবিধার দিকে নিয়ে যাবে। এই গবেষণাকে বিবেচনায় রেখে, বিশিষ্ট পরিষদ যক্ষ্মার চিকিৎসাকে ক্রমবিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে রেখেছে।

বহু ঔষধ ব্যবহার করে চিকিৎসার উপর গবেষণা এর খরচ সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয় যা যথেষ্টই বেশি, এবং যাদের কাছে প্রচলিত চিকিৎসাসহ পৌঁছানো যাবে এটি তাদের ক্ষেত্রে প্রথম চিকিৎসা হিসাবে অনেক বেশি কার্যকর হতে পারে। **বহু ঔষধ ব্যবহার করে চিকিৎসা** বিশিষ্ট পরিষদ কর্তৃক ২৪তম স্থান পায়।

লিভারপুল স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিন -এর স্বাস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের সিনিয়র লেকচারার এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ - এর সহযোগী অধ্যাপক জাহাঙ্গীর এ.এম.খান এবং সায়েম আহমেদ -এর করা গবেষণায় মাতৃ এবং নবজাতকের মৃত্যুহার হ্রাস এবং টিকাদান বৃদ্ধি সম্পর্কিত পাঁচটি পদক্ষেপ বিবেচনা করা হয়।

স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা নবজাতকের ঘরোয়া যত্নের পদক্ষেপের উপর করা গবেষণায় দেখা যায় যে এই উপায়টি খুব সস্তা; এক্ষেত্রে গর্ভাবস্থার পুরো সময়ে মাত্র ৮৫০ টাকা খরচ হয়। গবেষণাটি ইঙ্গিত দেয় যে, প্রায় ৭৫০ হাজার গর্ভবতী মহিলাদেরকে লক্ষ্য বানানো যেতে পারে, এবং সব মিলিয়ে ঘরোয়া যত্নদানের উদ্দেশ্যে করা পরিদর্শনগুলো প্রায় ৮ হাজার ৯০০ নবজাতকের জীবন বাঁচাতে পারে। **স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা নবজাতকের ঘরোয়া যত্ন** বিশেষজ্ঞ পরিষদ কর্তৃক ১৬তম অবস্থান লাভ করে।

গবেষণায় ইঙ্গিত দেয়া হয় যে, দক্ষ ধাত্রীর সাহায্যে জন্মদান সুবিধা সকল গর্ভাবস্থার জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে, গ্রামাঞ্চলের মানুষ তার মধ্যে রয়েছে। **দক্ষ ধাত্রীর সাহায্য জন্মদান সুবিধা -**কে ক্রমবিন্যাসে ২৬তম স্থান দেয়া হয়।

গবেষণাটি, শহুরে এলাকায় টিকাদানের জন্য ব্যয়িত প্রতি টাকায় প্রায় ১৫ টাকা মূল্যের সুবিধা দেখিয়েছে। **শহুরে বস্তিতে টিকাদান**কে ক্রমবিন্যাসে ৯ম স্থান দেয়া হয়। গবেষণাটি ধারনা দেয় যে টিকাদানের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশুদের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ব্যয় সুবিধার অনুপাত ৮ থাকবে। পরিষদটি **প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিশুদের টিকাদান -**কে ২৫তম স্থান দেয়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ

এই বিষয়ের অধীনে, তিনটি পদক্ষেপ বিবেচনায় নেয়া হয়। এই ধারনাগুলো মে ২০১৫ তে উক্ত বিভাগের বিশেষজ্ঞদের গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা করা হয়, যেখানে ডি.নেট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ব্র্যাক অ্যান্ড ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বিশ্ব ব্যাংক, ইউএনডিপি বাংলাদেশ, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশান (সিআরআই), নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, বেসিস, এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহন ছিলো।

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি এবং সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক, অধ্যাপক ওয়াহিদ আব্দুল্লাহ ই-প্রকিউরমেন্ট এর উপর করা তার বিশ্লেষণটি উপস্থাপন করেন: বর্তমান ক্রয়সংক্রান্ত পদ্ধতিকে অনলাইন পদ্ধতি ব্যবহার করে এমন ব্যবস্থায় পরিবর্তন। আব্দুল্লাহর করা গবেষণা ধারনা দেয় যে, **ইলেক্ট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট -**এর উপর ব্যয়িত প্রতি টাকা ৬৬৩ টাকার সুবিধা অর্জন করবে। এই গবেষণা বিবেচনা করার পর, পরিষদটি এই পদক্ষেপকে ক্রমবিন্যাসে ২য় স্থান দিয়েছে।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উপর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রেজাউল করিম বখশী এবং ফ্রিল্যান্স গবেষক তারিকুর রহমানের করা গবেষণাকেও পরিষদ বিবেচনায় নিয়েছে। গবেষণাটি ধারনা দেয় যে এই বিনিয়োগে উচ্চ মুনাফা হতে পারে। এই নীতির পদক্ষেপ, নাগরিকত্ব সনদ গ্রহন

অন্তর্ভুক্ত করতে ইউডিসি সেবা সম্প্রসারণ, মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের জন্য আবেদন করা, অনলাইন ব্যাংকিং পরিচালনা, এবং অনলাইনে ইউটিলিটি বিল পরিশোধ করার প্রস্তাব দেয়। **ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে অধিক সেবা** পদক্ষেপটি ক্রমবিন্যাসে ৪র্থ স্থান পায়।

ব্রডব্যান্ড সম্প্রসারণের উপর গবেষণাটি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক এম রোকনুজ্জামান কর্তৃক লিখিত।

গবেষণাটি ধারনা দেয় যে, ব্রডব্যান্ড সম্প্রসারণ গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে একটি উন্নত পদ্ধতি বাস্তবায়নে অত্যন্ত উচ্চ খরচ হতে পারে। বিশিষ্ট পরিষদ কর্তৃক **ব্রডব্যান্ড সম্প্রসারণ** -কে ক্রমবিন্যাসে ৩৬তম স্থান দেয়া হয়।

খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি ও কৃষি

এই বিষয়ের অধীনে, পাঁচটি পদক্ষেপ বিবেচনায় নেয়া হয়। এই ধারনাগুলো মে ২০১৫ তে উক্ত বিভাগের বিশেষজ্ঞদের একটি গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা করা হয়, যেখানে গ্লোবাল সান সিএসও নেটওয়ার্ক, এফএও, এইচকেআই, ডব্লিউএফপি, ব্র্যাক এর স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচি, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ইনিশিয়েটিভ, গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রুভড নিউট্রিশান, ইউএসএআইডি, ব্র্যাক এর গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ -এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহন ছিলো।

সাউথ এশিয়ান ইন্সটিটিউট অফ অ্যাডভান্সড লিগাল অ্যান্ড হিউম্যান রাইট স্টাডিজ -এর কনসালটেন্ট জোনাথন রোজ এর "সম্পূরক পুষ্টিউপাদান" এর উপর করা গবেষণা বিশিষ্ট পরিষদ এর সামনে উপস্থাপন করা হয়।

গবেষণায় বলা হয় যে দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল নির্ধারনে প্রাথমিক পুষ্টিবিধানের পদক্ষেপসমূহ অতীব গুরুত্বপূর্ণ, আর দেখায় যে বাংলাদেশে ৫ বছরের কম বয়সী প্রায় প্রতি তিন জনের মধ্যে একটি শিশু "খর্বকায়" বলে বিবেচিত হয়। গবেষকরা ইঙ্গিত দেয় যে এক্ষেত্রে খরচের তুলনায় ১৯ গুন বেশি লাভ হয়, যা কম। **পুষ্টি এবং পুষ্টি উপাদান, ১/২-৫ বছর বয়সী -** বিশিষ্ট পরিষদ কর্তৃক ক্রমবিন্যাসে ৩য় স্থান পায়।

জোনাথন রোজ, ইউনিভার্সিটি অফ কুইন্সল্যান্ড, ব্রিসবেন এর এম. এনামুল হক কে "গর্ভাবস্থায় পুষ্টির পদক্ষেপ" এর উপর গবেষণা লিখতে সাহায্য করেন।

গর্ভাবস্থায় আয়রন এবং ফলিক এসিড -এর উপর নেয়া পদক্ষেপকে বিশিষ্ট পরিষদ কর্তৃক ক্রমবিন্যাসে ৭ম স্থান দেয়া হয়, যেখানে **গর্ভাবস্থায় সুষম শক্তি -**কে ৭ম স্থান দেয়া হয় এবং **গর্ভাবস্থায় ক্যালসিয়াম -**কে দেয়া হয় ২৯তম স্থান।

গবেষণা পরিষদ, ইকরিসাত, ইন্ডিয়া -এর প্রধান বিজ্ঞানী (অর্থনীতি) উত্তম কুমার কর্তৃক "গোল্ডেন রাইস আর অ্যান্ড ডি" -এর উপর করা গবেষণাও বিবেচনায় নেয়। গবেষণাটি দেখায় যে, হিসাবে ৬ মাস থেকে ৫ বছরের প্রায় প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একটি শিশু ভিটামিন-এ -এর অভাবে ভুগছে, যা স্বাস্থ্যের নেতিবাচক সূচকের সাথে যুক্ত। উপরন্তু, গবেষণাটি দেখায় যে ভাতকে দৈনিক ক্যালরি গ্রহনের ৭০% হিসাবে বিবেচনা করা হয়, এবং একটি চালের জাত সম্পর্কে প্রস্তাব করা হয় যেটি ভিটামিন-এ -তে রূপান্তরিত হতে পারবে। এই পদক্ষেপটি গোল্ডেন রাইস এর জন্য আর অ্যান্ড ডি -তে বিনিয়োগ বাড়ানোর প্রস্তাব দেয়। যদিও ভিটামিন-এ -এর ঘাটতির উপর ভাতের প্রভাব নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু পদক্ষেপটির অন্যান্য ইতিবাচক প্রভাব থাকতে পারে যেমন দরিদ্রদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা বাড়ানো।
বিশিষ্ট পরিষদ **গোল্ডেন রাইস আর অ্যান্ড ডি -**কে ক্রমবিন্যাসে ১৯তম স্থান দিয়েছে।

ভূমি প্রশাসন

এই বিষয়ের অধীনে, একটি পদক্ষেপ বিবেচনায় নেয়া হয়। ভূমি প্রশাসনের ব্যাপারে জুন ২০১৫ -তে উক্ত বিভাগের বিশেষজ্ঞদের গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা করা হয়, যেখানে পিআরআই, বিআইজিডি, আরইডি, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অংশগ্রহন ছিলো।

বিশিষ্ট পরিষদ, ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অফ গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) -এর নির্বাহী পরিচালক, সুলতান হাফিজ রহমান এবং গবেষণা সহকারী সুমাইয়া কবির তালুকদার থেকে পাওয়া "ভূমি প্রশাসন" -এর উপর গবেষণাকে বিবেচনায় নিয়েছে।

গবেষকরা দেখেন যে বর্তমানে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রণালয় রেকর্ড ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করছে, স্বাধীনভাবে এবং য�সামান্য সমন্বয়ের সাথে কাজ করছে। তারা বলেন, শ্রমসাধ্য এবং সময়-সাপেক্ষ রেকর্ড ব্যবস্থাটি অকার্যকর এবং ব্যয়বহুল।
ডিজিটালকরণে ব্যয় হিসাব করা হয়েছে ২৭৬ কোটি টাকা।

সরাসরি প্রাপ্ত সুবিধা ছাড়াও, সারা দেশে সম্পত্তি অধিকারের নিরাপত্তা বৃদ্ধি থেকে সবচেয়ে বড় সুবিধাটি আসতে পারে। গবেষকরা অধিক সুরক্ষিত সম্পত্তির অধিকার এবং উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে একটি যোগসূত্র নথিভুক্ত করেন। ভূমি ডিজিটালকরণ, আগামী ১৫ বছরে ১৬ হাজার কোটি টাকা -এর বেশি টাকা এবং সম্ভবত ২০৭০ সালের মধ্যে ১৩০ হাজার কোটি টাকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের দিক থেকে সুবিধা বয়ে আনতে পারে। সর্বমোট, গবেষকরা পেয়েছেন ভূমি রেকর্ড ডিজিটালকরণের উপর ব্যয়িত প্রতি টাকায় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ৬১৯ টাকা লাভ হবে।

এই গবেষণার উপর ভিত্তি করে, বিশিষ্ট পরিষদ **ভূমি রেকর্ড ডিজিটালকরণ -**কে ক্রমবিন্যাসে ৪র্থ স্থান দিয়েছে।

অবকাঠামো (পরিবহন)

এই বিষয়ের অধীনে, পাঁচটি পদক্ষেপ বিবেচনায় নেয়া হয়। এই ধারনাগুলো জুন ২০১৫ তে উক্ত বিভাগের বিশেষজ্ঞদের একটি গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা করা হয়, যেখানে বিশ্ব ব্যাংক, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ইউএনপিওএস, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সড়ক ও জনপদ বিভাগ, সড়ক মন্ত্রনালয়, পরিবহন ও সেতু, বাংলাদেশ সড়ক ও পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বিআরটিএ চট্টমেট্রো সার্কেল-২ -এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহন ছিলো।

পরিবহন পরিকল্পনাকারী রব গালার "নগর পরিবহন" -এর উপর একটি গবেষণাপত্র লেখেন, ঢাকা বিশ্বের দ্রুত-বর্ধনশীল মেগাসিটিগুলোর মধ্যে অন্যতম উল্লেখ করার মাধ্যমে।

বিশিষ্ট পরিষদ গবেষণাটিকে বিবেচনায় এনেছে এই বলে যে - বাস ব্যবস্থা এবং পরিবহনের উপর বৃহত্তর বিনিয়োগ ব্যক্তিগত গাড়ী, মোটর সাইকেল, অটো রিকশা এবং সাইকেল-রিকশার প্রয়োজনীয়তাকে এবং যানবাহনে বেসরকারি বিনিয়োগ হ্রাস করবে। বিশিষ্ট পরিষদ **ঢাকার জন্য বাসের অগ্রাধিকার** -কে ক্রমবিন্যাসে ৫ম স্থান দিয়েছে।

পরিষদের কাছে একটি অবকাঠামো পরিকল্পনাও উপস্থাপন করা হয় যা অটো এবং মোটর-সাইকেলের অব্যাহত উচ্চ প্রবৃদ্ধি চিহ্নিত করে। বিশিষ্ট পরিষদ **ঢাকার জন্য পরিবহন অবকাঠামো** -কে ক্রমবিন্যাসে ৪৪তম স্থান দিয়েছে।

পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট অফ বাংলাদেশ -এর সিনিয়র অর্থনীতিবিদ আশিকুর রহমান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক বজলুল খন্দকার -এর করা একটি গবেষণাপত্রে বিশিষ্ট পরিষদ "পদ্মা সেতু" সম্পর্কিত একটি পদক্ষেপও পরীক্ষা করে। এই সেতু দক্ষিন-পশ্চিম অঞ্চল এবং বাংলাদেশের বাকি অঞ্চলগুলোর মধ্যে ছয় কিলোমিটারের বেশি জলপথ বিস্তৃত করবে। গবেষণায় বলা হয় যে, প্রকল্পটি ব্যয়-কার্যকরী। যদিও প্রকল্পটি একটি 'সম্পন্ন চুক্তি', বিশিষ্ট পরিষদ **পদ্মা সেতু** কে ৫৩তম ক্রমে রেখেছে।

বিশিষ্ট পরিষদ, ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস -এর ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ -এর সহকারী অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান, এবং একজন অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা তারিকুর রহমান কর্তৃক "মোটরযান চুক্তির" উপর করা গবেষণাকেও বিবেচনায় নেয়। **উত্তর-পূর্ব ভারতের দিকে অবাধ সড়ক** ৬৬তম ক্রম এবং **ভুটান এবং নেপালের দিকে অবাধ সড়ক** ৬৮তম ক্রম লাভ করে।

লিঙ্গ সমতা

এই বিষয়ের অধীনে, পাঁচটি পদক্ষেপ বিবেচনায় নেয়া হয়। এই ধারনাগুলো জুন ২০১৫ তে উক্ত বিভাগের বিশেষজ্ঞদের একটি গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা করা হয়, যেখানে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংস্থা (বিএনপিএস), ইউসেইড, ইউনিসেফ, জিজেডি, ব্র্যাক, আরইডি ব্র্যাক, ইউএন উইম্যান, অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশন, ডিপার্টমেন্ট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ডিইউ/ঢাকা ইউনিভার্সিটি, পোভার্টি রিডাকশান সেন্টার এবং ইউএনডিপি -এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহন ছিলো।

বিশিষ্ট পরিষদের কাছে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির সহকারী অধ্যাপক আহসান জামান "নারী শিক্ষার মাধ্যমে শিশু অপুষ্টি ও সময়ের পূর্বে সন্তান ধারন হ্রাস" সম্পর্কিত তার করা গবেষণাটির উপর তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করে। গবেষক ব্যাপারটিকে এভাবে দেখায় যে মেয়েদেরকে আরও বেশি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদান, শুধুমাত্র তাদের শিক্ষা এবং পরবর্তীতে রোজগারের সম্ভাবনা বাড়াবে না বরং তাদের সন্তানদের উত্তম পুষ্টিবিধাণে তাদেরকে সাহায্য করবে। বিশিষ্ট পরিষদ **মেয়েদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা বাড়ানোর** পদক্ষেপকে ক্রমবিন্যাসে ৬ নম্বর স্থানে রাখে।

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ঢাকা -এর অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আহসানুজ্জামান "যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য" -এর উপর একটি অতিরিক্ত গবেষণাপত্র লিখেন। গবেষণায় যুক্তি দেখানো হয় যে, গর্ভনিরোধক প্রাপ্যতা প্রদান যা গর্ভধারণকে বিলম্বিত করে, মাত্র ৬৫৫ টাকা খরচ হয় এবং একটি মেয়ের জন্য প্রায় অর্ধেক বছরের অতিরিক্ত স্কুলজীবন যোগ করতে পারে, যা জীবদ্দশায় তার আয় ১৩.২ শতাংশ বাড়ায়। বিশিষ্ট পরিষদ **গর্ভনিরোধকের প্রাপ্যতা** -কে ক্রমবিন্যাসে ১৭ নম্বর স্থানে রাখে।

বিশিষ্ট পরিষদ, "বাল্য বিবাহ হ্রাস" প্রচেষ্টার উপর ডিউক ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এরিকা ফিল্ড; এমআইটিতে (জে-পাল) আব্দুল লতিফ জামিল পোভার্টি অ্যাকশন ল্যাব -এর নির্বাহী পরিচালক রেশেল গ্লেনারস্টার; ডিউক ইউনিভার্সিটির নিনা বুচম্যান; এবং জে-পাল এর কাইল মার্ফির করা গবেষণাকেও বিবেচনায় নেয়। যদিও গুরুত্বপূর্ণ, তবে গবেষণাটি ধারনা দেয় যে এখন পর্যন্ত নেয়া পদক্ষেপগুলো তুলনামূলকভাবে সামান্য প্রভাব তৈরি করেছে। **কিশোরীদের ক্ষমতায়ন, যৌতুক এবং বাল্য বিবাহ আইন, এবং উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ বিলম্বিতকরণ** বিশিষ্ট পরিষদ কর্তৃক ক্রমবিন্যাসে স্থান পায়নি।

শিক্ষা

এই বিষয়ের অধীনে, আটটি পদক্ষেপ বিবেচনায় নেয়া হয়। এই ধারনাগুলো সম্পর্কে মে ২০১৫ তে বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের একটি গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা করা হয়, যেখানে ইন্সটিটিউট অফ এডুকেশনাল রিসার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডিনেট, ব্র্যাক এর শিক্ষা কর্মসূচি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউসেইড বাংলাদেশ, আইএলও, কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিআইডিএ), অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশান (এটুআই), বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, আরইডি ব্র্যাক -এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহন ছিলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অতনু রাব্বানী, বিশিষ্ট পরিষদের কাছে "শিক্ষা" পদক্ষেপের উপর তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করেন।

গবেষণাটি জ্যামাইকার একটি গবেষণার দিকে দৃষ্টিপাত করে যাতে দেখানো হয়েছে, মনোসামাজিক সম্পৃক্ততা ব্যাহত-বৃদ্ধির শিশুদের সাথে তাদের শারীরিক বিকাশে বাধাপ্রাপ্ত নয় এমন সহকর্মীদের আয়ের ব্যবধান কমাতে সাহায্য করবে। গবেষক হিসাব করেন যে, বাংলাদেশে একটি প্রাক শৈশব শিক্ষা কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা করতে প্রতি শিশুর ক্ষেত্রে প্রতি বছর ১২ হাজার ৪৫০ টাকার সমপরিমাণ খরচ হবে, যেখানে একটি আনুমানিক হিসাবে প্রতি শিশুর আয় তার পুরো কর্মজীবন ধরে ২০ শতাংশের কাছাকাছি বাড়বে, যা ১৫ লাখ টাকার বেশি। গবেষণাটি উপসংহার টানে এভাবে যে, প্রাক শৈশব উন্নয়নের জন্য মনোসামাজিক উদ্দীপনা কর্মসূচির পেছনে ব্যয়িত প্রতি টাকায় ১৮ টাকার সুবিধা অর্জিত হবে। বিশিষ্ট পরিষদ "**ব্যাহত-বৃদ্ধি সমস্যায় মনো-সামাজিক উদ্দীপনা"** -কে ৮ম ক্রমে স্থান দেয়।

সামর্থ্য অনুযায়ী দল ও শিক্ষাকে ক্রমবিন্যাসে ৩৯তম স্থান দেয়া হয়, যেখানে ছাত্রদেরকে তাল মিলিয়ে চলা শেখানো হয়, এবং বিশিষ্ট পরিষদ **চাকুরিকালীন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ** কে ৪৯তম ক্রমে রাখে।

শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির পদক্ষেপটিকে ৩১তম ক্রমে রাখা হয়, যেখানে **বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন** ৫৫তম ক্রমে রাখা হয়, **কারিগরি প্রশিক্ষণ** ৬৩তম ক্রমে এবং **বাকৃবি -এর তথ্যসমূহ পাঠ্যবইয়ের মত করে সরবরাহ করা** ৬৪তম ক্রমে রাখা হয়। বিশিষ্ট পরিষদ **কম্পিউটারের সাহায্যে শিক্ষা** -কে ক্রমবিন্যাসে ৭০তম স্থান দেয়।

অসংক্রামক রোগ

এই বিষয়ের অধীনে, পাঁচটি পদক্ষেপ বিবেচনায় নেয়া হয়। এই ধারনাগুলো সম্পর্কে মে ২০১৫ তে বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের একটি গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা করা হয়, যেখানে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশান হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউট, এনসিডি সেল, আইসিডিডিআর, এনআইডিসিএইচ, আইসিডিডিআর, ইউআরবি, আইইডি, ব্র্যাক, এবং বিএসএমএমইউ -এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহন ছিলো।

বিশিষ্ট পরিষদ এর সামনে, এইচএএস, ইউনিফর্মড সার্ভিস ইউনিভার্সিটি -এর বিভাগীয় পরিচালক এবং সহযোগী অধ্যাপক ট্রেসি কোয়েলমুস; ডিজিজ কন্ট্রোল প্রায়োরিটিজ -এর স্বাস্থ্য অর্থনীতি বিশ্লেষক এলিজাবেথ ব্রুউএর; গ্লোবাল ইভালিউয়েটিভ সায়েন্স, সিয়াটল -এর সিনিয়র এপিডেমলজিস্ট আলেজানড্রো ক্রেভিয়োতো; ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন -এর বিশ্ব স্বাস্থ্য অধিদপ্তর -এর চিকিৎসা বিষয়ক সহযোগী অধ্যাপক এবং ডিজিজ কন্ট্রোল প্রায়োরিটিজ নেটওয়ার্ক -এর পরিচালক রেশেল নিউজেন্ট - কর্তৃক "অসংক্রামক রোগ" এর উপর করা গবেষণা উপস্থাপন করা হয়।

গবেষণায় ধারনা দেয়া হয় যে, উচ্চ রক্তচাপকে ৬০% পর্যন্ত চিকিৎসার আওতায় নিয়ে আসতে ব্যয়-সুবিধার অনুপাত হল ৩৮:১। বিশিষ্ট পরিষদকর্তৃক ক্রমবিন্যাসে **উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসা** ১০ম স্থান পায়।

গবেষণাটি এর গবেষকগণ কর্তৃক উপস্থাপিত হয়, যেখানে দেখানো হয় যে সিগারেটের উপর কর বৃদ্ধি ধূমপান কমানোর ক্ষেত্রে একটি পরীক্ষিত কৌশল। গবেষকরা একটি অভিন্ন কর আরোপ এবং যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলিত সকল তামাকজাত পন্যের উপর কর বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন। **তামাকের উপর কর** -এর পদক্ষেপটি ২৬তম ক্রম পায়।

একই দলের গবেষকরা দেখতে পান যে, সকল জরায়ু মুখের ক্যান্সার দক্ষিন এশিয় দেশগুলোতে হয় এবং এর প্রতিরোধ, পরীক্ষা এবং রোগটির চিকিৎসার জন্য, এমনকি পাশাপাশি উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করার প্রচেষ্টার জন্য উন্নত কৌশলের প্রয়োজন। **জরায়ু মুখের ক্যান্সারের চিকিৎসা এবং টিকাদান** -কে ৫৮তম ক্রম দেয়া হয়।

বিশিষ্ট পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক রুমানা হক কর্তৃক "ডায়াবেটিস এবং তামাক সেবন মোকাবেলা" -এর উপর দেয়া তথ্যপ্রমাণও বিবেচনায় নেয়।

উক্ত গবেষক ২৫ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীকে নিশানা করে ডায়াবেটিস -এর পরীক্ষা এবং চিকিৎসা কর্মসূচির প্রস্তাব দেয়। হক, পাঁচ বছর ধরে জনপ্রতি ৫ ডলার খরচ করে, কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে পরীক্ষার প্রস্তাব দেন। **ডায়াবেটিস এর চিকিৎসা** বিশিষ্ট পরিষদ কর্তৃক ক্রমবিন্যাসে ৩৬তম লাভ করে।

গবেষক মন্তব্য করেন, ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারের ব্যাপকতা বাংলাদেশে ২৭.৯%। **ধোঁয়াবিহীন তামাক বন্ধ করা** ৫০তম ক্রমে রাখা হয়।

অভিবাসন
এই বিষয়ের অধীনে, তিনটি পদক্ষেপ বিবেচনায় নেয়া হয়। এই ধারনাগুলো সম্পর্কে মে ২০১৫ তে বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের একটি গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা করা হয়, যেখানে ইউএন উইম্যান, ঢাকা আহসানিয়া মিশন, শিসুক (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নয়ন কার্যক্রম), ব্র্যাক মাইগ্রেশন, বিসিডব্লিউডব্লিউএফ, অভিবাসী কর্মী কল্যাণ ফাউন্ডেশান (ওকেকেএএফ), ব্যুরো অফ ম্যানপাওয়ার, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ, বিশ্ব ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন, ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক অফ অলটারনেটিভ ফিনানশিয়াল ইন্সটিটিউশন, বিএএসটিওবি, শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মহিলা টেকনিক্যাল ট্রেইনিং সেন্টার, এক্সেস টু ইনফরমেশান (এটুআই) এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ ছিলো।

গবেষক, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টার -এর অর্থনীতির প্রভাষক ওয়াসেল বিন শাদাত এবং ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস, বাংলাদেশ -এর ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ -এর সহযোগী অধ্যাপক, কাজী মাহবুবুর রাহমান "আন্তর্জাতিক অভিবাসন" এর দিকে নজর দেন। বাংলাদেশের মোট ৫ শতাংশ কাজ করার উপযুক্ত জনসংখ্যা এখন অভিবাসী শ্রমিক, আর প্রতি বছর অর্ধ মিলিয়ন মানুষ বিদেশে কাজ করার উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করে। বিশিষ্ট পরিষদ, অভিবাসন ব্যবস্থাকে সুলভ করতে এবং অভিবাসীদেরকে আরও উৎপাদনশীল করতে, তথ্যপ্রমাণকে বিবেচনায় নিয়েছে।

গবেষণাটি, অভিবাসনকে বিধিবদ্ধ করার উপর কৃত বিনিয়োগ থেকে চড়া বিনিময় পাওয়ার ধারনা দেয়। **ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার অভিবাসন পরিষেবা** -এর মাধ্যমে অভিবাসনকে বিধিবদ্ধ করা, পরিষদ কর্তৃক ক্রমবিন্যাসে ১১তম স্থান পায়। **অভিবাসীদের জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ** ক্রমবিন্যাসে ৩৪তম স্থান পায়।

ইয়েল ইউনিভার্সিটির একজন অর্থনীতিবিদ, মুশফিক মোবারক এবং এভিডেন্স অ্যাকশান -এর একজন পোস্টডক্টরাল ফেলো আঘা আলী আকরাম কর্তৃক "সাময়িক অভিবাসন" -এর উপর গবেষণা লিখিত হয়। বিশিষ্ট পরিষদের নিকট তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করা হয়, যাতে ধারনা দেয়া হয় যে গ্রামাঞ্চলের মানুষদেরকে কিছু সময়ের জন্য শহরাঞ্চলগুলোতে কাজ করতে স্থানান্তরে সাহায্য করার মাধ্যমে পরিবারগুলোকে নিষ্ফলা মৌসুম কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করা যেতে পারে। এই কর্মসূচিগুলোর পেছনে ব্যয়ের মাধ্যমে, ব্যয়িত প্রতি টাকা চার টাকার সামাজিক সুবিধা প্রদান করতে পারে।

সাময়িক অভিবাসনের জন্য ভাতা বিশিষ্ট পরিষদ কর্তৃক ক্রমবিন্যাসে ৫৭তম স্থান লাভ করে।

পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য
এই বিষয়ের অধীনে, চারটি পদক্ষেপ বিবেচনায় নেয়া হয়।
এই ধারনাগুলো সম্পর্কে মে ২০১৫ তে বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের একটি গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা করা হয়, যেখানে ব্র্যাক ডিইসিসি, মেসোভিশন কনসালটেন্সি লিমিটেড, বিআরআরআই, ভিইআরসি, বিএডিসি, ব্র্যাক আরইডি, ওয়ার্ল্ড ফিস, বিএসএমএমইউ, বিইউএফটি/এনএসইউ, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, এবং ব্র্যাক -এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহন ছিলো। অর্থনীতিবিদ বিয়র্ন লারসেন -এর করা "বাহ্যিক বায়ুদূষণ" সম্পর্কিত গবেষণার দুটি পদক্ষেপ আছে। তিনি উল্লেখ করেন শুকনো মৌসুমে, ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম। বছরের এই সময়ের মধ্যে বায়ু দূষনের মাত্রা আন্তর্জাতিক মানের চেয়ে ১৩-১৬ গুন বেশি হয়। তার গবেষণায় দেখানো হয় যে, বায়ু দূষণ কমাতে, ইটের ভাটাগুলোকে আরও পরিস্কার এবং কার্যকর এমন সম্পূর্ণ নতুন ভাটার সঙ্গে প্রতিস্থাপন করা যায়, অথবা সেগুলোকে সংস্কার করা যেতে পারে যাতে সেগুলো আরো পরিস্কার এবং ভালোভাবে জ্বলতে পারে।

বিশিষ্ট পরিষদ **ইটের ভাটা সংস্কার** -এর পদক্ষেপকে ক্রমবিন্যাসে ১২তম স্থান দিয়েছে, যার ব্যয়-সুবিধার অনুপাত ৮ বলে গবেষক বিবৃত করেছেন। গবেষণায় দেখানো হয় যে, পুরো ঢাকা জুড়ে এমন একটি উদ্যোগ গ্রহন, ইটের ভাটা থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষণ ৪০ শতাংশ হ্রাস করবে, এবং প্রতি বছর রক্ষা করবে ৮০০ -এর বেশি জীবন। লারসেন দেখেন যে, আরেকটি উদ্যোগ, নতুন ইটের ভাটায়, উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগের দরকার হবে, এবং ব্যয়-সুবিধার অনুপাত নেমে ৩ হবে। **নতুন হাইব্রিড ভাটা** -কে ৫৬তম ক্রম দেয়া হয়েছে।

পরিষদটি, “অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ” সম্পর্কিত অর্থনীতিবিদ বিয়র্ন লারসেন -এর করা গবেষণার দুটি উদ্যোগকেও বিবেচনায় নিয়েছে। গবেষণায় দেখানো হয় যে, সময়ের সাথে গৃহাভ্যন্তরীন রান্না থেকে ধোঁয়ার প্রভাব, ফুসফুসের ক্যান্সার, স্ট্রোক এবং হৃদরোগের মত প্রাণঘাতী রোগের দিকে নিয়ে যায়, যা বিশ্বব্যাপী অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ কে সবচেয়ে মারাত্মক পরিবেশগত সমস্যায় পরিণত করেছে। বাংলাদেশে, অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ সকল মৃত্যুর ১০-১৫ শতাংশের জন্য দায়ী।

গ্যাসিফায়ার চুলা বিশিষ্ট পরিষদ কর্তৃক ক্রমবিন্যাসে ৩২তম স্থান পেয়েছে; **জৈবজ্বালানীর রান্নার চুলা, অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণ** -কে ৪১তম ক্রম দেয়া হয়।

পরিষদটি, “ঢাকার বাসযোগ্যতা” সম্পর্কিত ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন কুইন্সল্যান্ড -এর অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, খোরশেদ আলম -এর করা গবেষণার দুটি উদ্যোগকেও বিবেচনায় নিয়েছে। আলম উল্লেখ করেন যে শহরের সব কঠিন বর্জ্যের প্রায় অর্ধেক রাস্তার ধারে, খালে অথবা নিচু এলাকায় ফেলা হয়, যা পরিবেশ ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করছে। **ঢাকায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা –** এর পেছনে বিনিয়োগকৃত টাকায় ৬ টাকার সুফল পাওয়া যাবে। এটি বিশিষ্ট পরিষদ কর্তৃক ২২তম ক্রম পেয়েছে।

বুড়িগঙ্গা নদীর পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা, যেক্ষেত্রে গবেষকরা বলেছেন যে এটি গার্হস্থ্য এবং শিল্প বর্জ্যের মাধ্যমে এতই দূষিত হয়েছে যে এর পানি মানুষ এবং মাছের ক্ষতি করছে, তাই একে বিশিষ্ট পরিষদ কর্তৃক ক্রমবিন্যাসে ৪৪তম স্থান দেয়া হয়েছে।

পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন

এই বিষয়ের অধীনে, চারটি পদক্ষেপ বিবেচনায় নেয়া হয়। এই ধারনাগুলো সম্পর্কে মে ২০১৫ তে বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের একটি গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা করা হয়, যেখানে ভিইআরসি, আইসিসিডিআরবি, আরইডি ব্র্যাক, ইউনিসেফ, ওয়াশ ব্র্যাক, ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ, ডিওআরপি, ড্যাম, বিআরআরআই, এইচডিআরসি এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহন ছিলো।

বিশিষ্ট পরিষদের সামনে অর্থনীতিবিদ বিয়র্ন লারসেন কর্তৃক “পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন” -এর উপর করা গবেষণা উপস্থাপন করা হয়। বাংলাদেশের গৃহস্থালির পানির উৎসের এক-চতুর্থাংশ যে পরিমাণ আর্সেনিক ধারন করে তা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা অতিক্রম করে যায়। লারসেন দুটি উপায় অনুসন্ধান করেছেন।

২০% নিকৃষ্টভাবে আক্রান্তদের জন্য আর্সেনিকের চিকিৎসা। লারসেন দেখেন যে খারাপভাবে আক্রান্ত ২০ শতাংশের জন্য প্রচেষ্টার দিকে মনোযোগ দেয়ার ফলে ব্যয়িত প্রতি টাকায় ১৭ টাকা পর্যন্ত সুবিধা আসতে পারে। একে বিশিষ্ট পরিষদ কর্তৃক ক্রমবিন্যাসে ১৪তম স্থান দেয়া হয়।

লারসেন -এর মতে, **আর্সেনিক আক্রান্ত সকলের জন্য চিকিৎসায়,** ব্যয়-সুবিধার অনুপাত নিম্ন হবে। একে ৪৫তম ক্রমে রাখা হয়। এছাড়াও, লারসেন ধৌতকরণ কর্মসূচিসমূহ এবং এগুলোর প্রভাব পরীক্ষা করেন।
পয়ঃনিষ্কাশন কে ৪০তম ক্রমে রাখা হয়, যেখানে **হাত ধোয়া কর্মসূচি** -কে ৪২তম ক্রম দেয়া হয়।

আর্থিক খাত ব্যবস্থাপনা এবং রাজস্ব একত্রীকরণ

এই বিষয়ের অধীনে, একটি পদক্ষেপ বিবেচনায় নেয়া হয়। আর্থিক খাত ব্যবস্থাপনা এবং রাজস্ব একত্রীকরণ সম্পর্কে মে ২০১৫ তে বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের একটি গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা করা হয়, যেখানে ডিইউ এবং ইডি, সানেম, বিশ্ব ব্যাংক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট, ইকনোমিক রিসার্চ গ্রুপ, ইকনোমিক রিলেশান ডিভিশান (ইআরডি), অর্থ মন্ত্রনালয়, এবং মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) -এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহন ছিলো।

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগের সিনিয়র লেকচারার বিপ্লব কুমার নন্দী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক বজলুল হক খন্দকার “করের ভিত্তি জোরদারকরণ” -এর উপর গবেষণাটি লিখেন।

তারা দেখিয়েছেন যে, স্থিতিশীল এবং উন্নত দেশীয় সম্পদ একত্রীকরণ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নির্ভরশীলতার প্রতিকারে সাহায্যের প্রস্তাব দেয় এবং প্রবৃদ্ধি তুলে ধরতে অধিক অর্থব্যয়ের স্বাধীনতা তৈরি করে। তারা যুক্তি দেখান যে যেক্ষেত্রে করের ভিত্তি জোরদার করার ব্যাপার আসে, সেক্ষেত্রে ভ্যাট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ সকল রাজস্ব থেকে ৭০ শতাংশ হিসাব করার জন্য এটি থেকে সংগৃহীত রাজস্ব এবং আয়কর একত্রিত করা হয়। গবেষকরা দেখেন যে তাদের দুই-পর্বের সমাধান – শুল্ক-নির্ধারণ প্রক্রিয়া এবং স্বয়ংক্রিয় মূসক আদায় বিলোপ – রাষ্ট্রের কর থেকে জিডিপি অনুপাত প্রায় ১শতাংশ বাড়াবে, যা প্রতি বছরে অতিরিক্ত কর রাজস্বের ১০ হাজার ৪০ কোটি টাকার সমান। এই উপায়ে ভ্যাট ব্যবস্থাকে কার্যকর ও উপযোগী করে তোলার দিকে ব্যয়িত প্রতি টাকা প্রায় ৬ টাকার কল্যাণ সাধন করবে, রাজস্বগুলো অবকাঠামো প্রকল্পে ব্যয় হবে ধরে নিয়ে। বিশিষ্ট পরিষদ, **ভ্যাট এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে আদায় ব্যবস্থার সংশোধন** -কে ১৬তম ক্রমে স্থান দেয়।

পরিচালনা এবং প্রতিষ্ঠান

এই বিষয়ের অধীনে, একটি পদক্ষেপ বিবেচনায় নেয়া হয়। শাসনপ্রক্রিয়া এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে মে ২০১৫ তে বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের একটি গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা করা হয়, যেখানে পিআরআই, আরইডি, ব্র্যাক, বিআইইউ, ইউএনডিপি, জেআইসিএ, এবং বিআইজিডি এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহন ছিলো।

ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অফ গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি এর পিএইচডি, রিসার্চ ফেলো মোঃ শানাওয়েজ হোসেইন, এবং ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অফ গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি -এর গবেষণা সহযোগী নাবিলা জামান, “বাংলাদেশে গ্রাম্য আদালত পরিচালনা করা” -এর উপর গবেষণা উপস্থাপন করেন।

তারা উল্লেখ করেন ২০১৪ সালের হিসাবে বাংলাদেশের প্রায় ২৭ লাখ মামলা জমে আছে, এবং গ্রামাঞ্চলগুলো তাদের সবচেয়ে দরিদ্র এবং কম প্রভাবশালী সদস্যদের জন্য ন্যায়বিচার অর্জনে সংগ্রাম করছে। তারা স্থানীয় “গ্রাম্য” আদালতের সংখ্যা এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন, যাতে সেগুলো সামান্য আইনী আশ্রয় নিয়ে, আইনী ব্যবস্থায় ভালো প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। উপরন্তু, তারা মহিলাদের জন্য কিছু সংখ্যক আসন সংরক্ষণের পরামর্শ দেন। গবেষকরা গবেষণায় লক্ষ্য করেন যে এসব স্থানীয় আদালত, জেলা পর্যায়ের আদালতগুলোর উপর থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে চাপ কমায়। তারা দেখেন এতে ব্যয়-সুবিধার অনুপাত ১৫.৭৮ থেকে ১৮.০৬ এর মধ্যে হবে। **গ্রাম্য আদালত সম্প্রসারণ,** বিশিষ্ট পরিষদ কর্তৃক ক্রমবিন্যাসে ১৯তম স্থান পায়।

শিল্পনীতি এবং বানিজ্য

এই বিষয়ের অধীনে, চারটি পদক্ষেপ বিবেচনায় নেয়া হয়। এই ধারনাগুলো সম্পর্কে জুলাই ২০১৫ তে বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের একটি গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা করা হয়, যেখানে মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই), মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, বাংলাদেশ উইম্যান্স চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, আরইডি, ব্র্যাক এবং ইউএনডিপি -এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহন ছিলো।

বিশিষ্ট পরিষদ "তৈরি পোশাক" শিল্পনীতি -এর উপর ওয়াসেল বিন শাদাত -এর করা গবেষণা বিবেচনায় নিয়েছে। গবেষকগণ লক্ষ্য করেন যে তৈরি পোশাক শিল্প ২০২১ সাল নাগাদ রপ্তানিতে ৫ হাজার কোটি ডলারের বেশিতে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে, এবং বর্তমানে বাংলাদেশের বেশিরভাগ উৎপাদনশীল চাকুরির নিয়োগ দেয়। নিরাপত্তা বিধানের সঙ্গে সংস্থাগুলোর অনুমোদন সুনিশ্চিতকরণ শ্রমিকদের নিরাপত্তার পাশাপাশি অন্যান্য দেশে রপ্তানি করার সক্ষমতাকে সাহায্য করার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। **তৈরি পোশাক কারখানার অনুমোদন** পদক্ষেপটিতে অনুমোদন পর্যবেক্ষন ও আবশ্যিক শর্ত বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সুবিধা থেকে ব্যয়ের অনুপাত ১৪ সহ। এই পদক্ষেপটিকে বিশিষ্ট পরিষদ কর্তৃক ক্রমবিন্যাসে ২০তম স্থান দেয়া হয়েছে।

গবেষকগণ **তৈরি পোশাক পল্লীর বিশেষ অঞ্চল** -এর জন্যও একই অবস্থা দেখিয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর তৈরি পোশাক উৎপাদনের জন্য, প্রশস্ত অবকাঠামো এবং অনুমোদনের সহজ পর্যবেক্ষণসহ শিল্প উদ্যান -এর মত একটি এলাকা স্থাপন করতে এই পদক্ষেপটি নেয়া হয়। গবেষকরা যুক্তি দেখান যে, একটি নির্দিষ্ট পণ্যের শিল্প উৎপাদন একটি কেন্দ্রীয় অবস্থানে সরিয়ে আনলে, অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটবে। একে ৩০তম ক্রমে রাখা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক, সেলিম রহমান এবং দা সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকনোমিক মডেলিং -এর রিসার্চ ফেলো ফরাজি বিন্তি ফেরদৌস -এর "বানিজ্য উদারীকরণ এবং সহজীকরণ" -এর উপর করা গবেষণাটি সহায়ক হিসাবে বিশিষ্ট পরিষদের সামনে উপস্থাপিত হয়।

গবেষকগণ লক্ষ্য করেন যে, বাংলাদেশ ১৯৭০ সাল থেকে উল্লেখযোগ্য উদারীকরণ নীতি গ্রহন করেছে, এবং রপ্তানি কার্যকলাপে বৃহৎ অগ্রগতি দেখেছে। বাংলাদেশের কোন কোটা, মৌসুমী শুল্ক অথবা আমদানি কর নেই, কিন্তু প্রায় ১৩ শতাংশ আমদানি শুল্ক বজায় রাখে। **বানিজ্য উদারীকরণ**- কে ৩৭তম ক্রম দেয়া হয়।

বানিজ্য সহজীকরণ -এর মধ্যে বানিজ্য সংশ্লিষ্ট লেনদেন ব্যয় হ্রাস অন্তর্ভুক্ত থাকে। গবেষকরা লক্ষ্য করেন যে, উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্য এটি একটি উল্লেখযোগ্য খরচ, যেহেতু বানিজ্যের সকল স্তরে তাদের অক্ষমতা থাকতেই পারে। এই পদক্ষেপটি প্রধানত অবকাঠামো এবং শুল্ক ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতির মাধ্যমে, দক্ষিনপূর্ব এশিয়ার সীমানা হ্রাস করার লক্ষ্যে নেয়া হয়েছে। বানিজ্য উদারীকরণের তুলনায় এই খাতে খরচ বেশি এবং ব্যয়-সুবিধার অনুপাত অল্প। বিশিষ্ট পরিষদ এটিকে ক্রমবিন্যাসের তালিকায় ৫৪তম স্থানে রেখেছে।

অবকাঠামো (জ্বালানি)

এই বিষয়ের অধীনে, চারটি পদক্ষেপ বিবেচনায় নেয়া হয়। এই ধারনাগুলো সম্পর্কে জুন ২০১৫ তে বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের একটি গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা করা হয়, যেখানে বিশ্বব্যাংক, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ইউএনপিওএস, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক মন্ত্রনালয়, পরিবহন ও সেতু, বাংলাদেশ সড়ক ও পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বিআরটিএ চট্ট মেট্রো সার্কেল-২ -এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহন ছিলো।

ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা -এর অর্থনীতির অধ্যাপক ড. এ. কে. এনামুল হক "সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ" -এর উপর করা গবেষণা উপস্থাপন করেন। **কেরোসিনের পরিবর্তে মিশ্রিত ডিজেল** -কে ক্রমবিন্যাসে ২৭তম স্থান দেয়া হয়; **কেরোসিনের পরিবর্তে গৃহস্থালি সৌরবিদ্যুৎ** -কে ৩৮তম ক্রমে রাখা হয়।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক -এর দক্ষিন এশীয় বিভাগের পরিচালক, হেরেথ গুনাটিলাকে এবং ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে -এর অধ্যাপক ডেভিড রোনাল্ড-হোস্ট এবং বিয়র্ন লারসেন "জ্বালানীর উপায়সমূহ" সংক্রান্ত পদক্ষেপের উপর গবেষণায় অবদান রাখেন। গবেষণায় লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবে আয়ের উৎস হিসাবে একটি বিশাল পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি করেছে, এবং ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম হিসাব করে দেখেছে যে বিদ্যমান মজুদ ২০ বছরের কম সময়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে, যা বাংলাদেশের জন্য বিকল্প উৎস খোঁজা অত্যাবশ্যকীয় করে তুলছে। তিনি যুক্তি দেখান যে গ্যাস আমদানী ব্যয়-অকার্যকর হতে পারে, এবং একটি বিকল্প উপায় হল কয়লা। **অধিক শক্তির জন্য কয়লা আমদানি** কে বিশিষ্ট পরিষদ কর্তৃক ক্রমবিন্যাসে ২৮তম স্থান দেয়া হয়। **আমদানি এবং অধিক শক্তির জন্য গার্হস্থ্য কয়লা** বিশিষ্ট পরিষদ কর্তৃক ৬৯তম ক্রম পায়।

দারিদ্র্য, শিল্পউদ্যোগ এবং প্রবৃদ্ধি

এই বিষয়ের অধীনে, পাঁচটি পদক্ষেপ বিবেচনায় নেয়া হয়। এই ধারনাগুলো সম্পর্কে মে ২০১৫ তে বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের একটি গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা করা হয়, যেখানে ব্র্যাক, ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস, এবং ইউসেইড -এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহন ছিলো।

ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল -এর গবেষণা পরিচালক মুন্সী সুলাইমান দুইটি বিকল্পের উপর গবেষণা উপস্থাপন করেছেন।
ব্র্যাক -এর আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশান মডেল দরিদ্র "স্নাতক ডিগ্রিধারী" দের দারিদ্রতা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করার জন্য সম্পদ হস্তান্তরের পাশাপাশি অন্যান্য পদক্ষেপও ব্যবহার করে। গবেষণায় দেখায় যে, ব্র্যাক -এর মত লক্ষ্যপূর্ণ পদক্ষেপ কার্যকর হিসাবে দেখানো হয়েছে। এই ব্যাপক পদক্ষেপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে দারিদ্র্য থেকে পুরোপুরি বের করে আনার লক্ষ্যে নেয়া হয়েছে, যেক্ষেত্রে প্রাথমিক ব্যয়ের যোগান দেয়ার মাধ্যমে শুরু করা হবে, তারপর ধারাবাহিক আয়ের জন্য দক্ষতা প্রদানের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। **অতি দরিদ্রদের জন্য স্নাতক ডিগ্রী কর্মসূচি** -কে বিশিষ্ট পরিষদ কর্তৃক ক্রমবিন্যাসে ৩৩তম স্থান দেয়া হয়।

জীবিকা নির্বাহ কর্মসূচি -এর আওতায় বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি রয়েছে, যেগুলো প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি গ্রহন উন্নত করা অথবা অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের প্রাপ্যতার অগ্রগতির উদেশ্যে নেয়া হয়েছে। এসব কর্মসূচিগুলোকে ৬০তম ক্রম দেয়া হয়। **নিঃশর্তে নগদ অর্থ হস্তান্তর** কে বিশিষ্ট পরিষদ কর্তৃক ক্রমবিন্যাসে ৬৭তম স্থান দেয়া হয়।

ইন্সটিটিউট অফ পলিসি অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স (আইপিএসএস) -এর একজন অর্থনীতিবিদ সুবীর বৈরাগী এবং আইপিএসএস -এর নির্বাহী পরিচালক ও ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টার -এর অর্থনীতির প্রভাষক ওয়াসেল বিন শাদাত "ক্ষুদ্রঋণ" এর উপর একটি অতিরিক্ত গবেষণা উপস্থাপন করেন। গবেষকগণ যুক্তি দেখান যে, সহজ শর্তে ঋণ পরিশোধের ধরনের সাথে ক্ষুদ্রঋণের সমন্বয় সাধন, এর সুবিধাগুলোকে বৃদ্ধি করতে পারে, বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাদের জন্য। পরিষদ **সহজশর্তে ক্ষুদ্রঋণ** -কে ৬১তম ক্রম এবং **প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণ** -কে ৬২তম ক্রম প্রদান করে।

নগরায়ন

এই বিষয়ের অধীনে, একটি পদক্ষেপ বিবেচনায় নেয়া হয়। নগরায়ন সম্পর্কে জুন ২০১৫ তে বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের একটি গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা করা হয়, যেখানে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, সেন্টার ফর একুইটি অ্যান্ড হেলথ সিস্টেম, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ইউনিসেফ, ব্র্যাক আরবান প্রোগ্রাম, ইউএনডিপি, বিইউডিপি, ইউএন উইম্যান, এবং ইউএনপিওএস -এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহন ছিলো।

ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন কুইন্সল্যান্ড -এর অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খোরশেদ আলম "কমিউনিটি-পরিচালিত জলাভূমি" -এর উপর তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করেন। গবেষণায় বলা হয়, অনেকদিন ধরে জলাভূমিগুলোর অননুমোদিত ব্যবহার এবং রাস্তা ও কাঠামো দ্বারা প্রতিবন্ধকতার মাধ্যমে সংকীর্ন হয়ে আসছে, যা বর্ষাকালে বন্যার সমস্যা সৃষ্টি করছে, যেহেতু জলপথগুলো অতিরিক্ত বর্ষার পানির মোকাবেলা করতে পারেনা। প্রস্তাবিত পদক্ষেপে বেশ কিছু সংখ্যক পাম্পিং স্টেশন বৃদ্ধি, নিষ্কাশন ব্যবস্থার পুনঃখনন, এবং খাল ব্যবস্থার সাধারন উন্নতিসাধন অন্তর্ভুক্ত আছে, এবং ব্যয়-সুবিধার অনুপাত আছে প্রায় ২। **ঢাকায় বর্ষার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা** -কে বিশিষ্ট পরিষদ কর্তৃক ক্রমবিন্যাসে ৪৩তম স্থান দেয়া হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন

এই বিষয়ের অধীনে, ছয়টি পদক্ষেপ বিবেচনায় নেয়া হয়। এই ধারনাগুলো সম্পর্কে মে ২০১৫ তে বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের একটি গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা করা হয়, যেখানে ব্র্যাক ডিইসিসি, মেসোভিশন কনসালটেন্সি লিমিটেড, বিআরআরআই, ভিইআরসি, বুয়েট, ব্র্যাক আরইডি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আইসিসিসিএডি, আইইউবি, ইসলামিক রিলিফ, ড্রিংকওয়েল, এবং সি৩ইআর, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি -এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহন ছিলো।

অর্থনীতিবিদ অ্যালেক্সান্ডার গোলাব এবং এলেনা স্ট্রাকোভা গোলাব -এর করা গবেষণা বিভিন্ন সমাধান পরীক্ষা করেছে, যেগুলো স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সাহায্য করতে পারে।

গবেষণায় দুটি উপায় উপস্থাপন করা হয় যেগুলোকে সাজানো হয়েছে বাংলাদেশকে একটি সম্পদশালী দেশ হিসেবে গড়ে তোলার দিকে মনোযোগ দিতে, যেটি জলবায়ুর আঘাত ভালোভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম। একটি উপায়ে দেখা যায়, মূলধন এবং প্রশিক্ষণে বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষিকাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করছে। খরচ পরবর্তী দুই দশক ধরে কর্মী প্রতি মাত্র ৭ লাখ টাকার উপরে হবে, এবং কৃষি উৎপাদনশীলতা ১০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। সব মিলিয়ে, গবেষণায় দেখা যায় আগামী ২০ বছর ধরে ব্যয়িত প্রতি টাকা ৩.৭ টাকার বিনিময় প্রদান করতে পারে। পরিষদ, **কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি** -কে ৪৬তম ক্রমে রাখে।

ক্রমবর্ধমান শহরগুলোতে পুনর্বাসন, ভাসমান কৃষি শ্রমিকদের আরো বেশি উৎপাদনশীল কাজে নিযুক্ত করবে, তাদেরকে দ্বিতীয়-স্তরের ক্রমবর্ধমান শহরগুলোতে স্থানান্তর করার মাধ্যমে। এটি ৫১তম ক্রম পেয়েছে।

আরো নির্দিষ্ট কিছু জলবায়ু বিনিয়োগ গবেষকদের দ্বারা প্রস্তাবিত হয়েছে, যাতে অন্তর্ভুক্ত আছে ম্যানগ্রোভ রক্ষা ঘূর্ণিঝড়ে একটি প্রাকৃতিক ঢাল হিসাবে কাজ করে এবং কিছু অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করে। **সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ রক্ষা** -কে বিশিষ্ট পরিষদ কর্তৃক ৫৯তম ক্রম দেয়া হয়েছে।

পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা এবং আশ্রয়কেন্দ্র সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব বিবেচনায় নেয়া হয় যেখানে ঘূর্ণিঝড় যখন আঘাত হানে, তখন মানুষ আশ্রয় নিতে পারে। একে ৪৮তম ক্রমে রাখা হয়েছে।

বাঁধযুক্ত নিচু জমি নির্মাণের উপর গবেষণাকেও বিশিষ্ট পরিষদ বিবেচনায় রেখেছে – প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত স্থল অঞ্চল, যা কৃষি, ঘরবাড়ী এবং অবকাঠামোকে বন্যা থেকে রক্ষা করে। **বাঁধযুক্ত নিচু জমি, ৩ মিটারের কম উচ্চতার বন্যায়** -কে বিশিষ্ট পরিষদ কর্তৃক ৫২তম ক্রম দেয়া হয়েছে; **বাঁধযুক্ত নিচু জমি, ৩ মিটারের বেশি উচ্চতার বন্যায়** -কে ৭২তম ক্রম দেয়া হয়েছে।

পুঁজি এবং আর্থিক বাজার

এই বিষয়ের অধীনে, একটি পদক্ষেপ বিবেচনায় নেয়া হয়। পুঁজি এবং আর্থিক বাজার সম্পর্কে জুন ২০১৫ তে বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের একটি গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা করা হয়, যেখানে এমটিবি ক্যাপিটাল ল্যাব, ব্র্যাক ইপিএল স্টক ব্রোকারেজ, এবং আরইডি ব্র্যাক -এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহন ছিলো।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক -এর অর্থনীতিবিদ এম জি মুর্তজা এবং ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টার -এর অর্থনীতির প্রভাষক ওয়াসেল বিন শাদাত কর্তৃক "ঐচ্ছিক ঋণবাজার প্রতিষ্ঠা" -এর উপর করা গবেষণা বিশিষ্ট পরিষদের সামনে উপস্থাপিত হয়। গবেষণায় **ঋণ বাজার** তৈরির প্রস্তাব দেয়া হয়। গবেষণার উপর ভিত্তি করে, বিশিষ্ট পরিষদ একে ৭১তম ক্রম প্রদান করে।